দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২৩

[মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের লক্ষ্যে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে লাগসই বিভিন্ন কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি যোগানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা তথা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যেখানে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।]

একটাই পৃথিবী, এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে।

নুর হোসেন (৭০)। নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়েছেন দু'বার। বাড়ি বদল করেছেন তিনবার। এখন তার বসত ভিটা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সংসার আছে। বেঁচে থাকা আছে। কয়েকটি মুখ আছে খাবার জন্য। কিন্তু জীবিকা! কৃষিকাজ ছাড়া আজন্ম কিছু করেননি। বয়স বেড়েছে। অন্যের জমিতে বা ইটভাটায় কাজ করবেন এমন শক্তিও নেই শরীরে। তবু খেতে হবে। বাঁচতে হবে।

কতগুলো ছোট ছোট বস্তায়, দুধের প্যাকেটে, কুড়িয়ে পাওয়া পলিথিনে নার্সারি করেন। সকালবেলা বস্তাগুলো রোদে দেন। আবার ছায়ায় সরিয়ে রাখেন। পরিবারের প্রয়োজন মিটে যায় তার। এভাবে হাতিয়াসহ বাংলাদেশের দ্বীপ অঞ্চলের মানুষ যারা নদী ভাঙনে নিঃস্ব হয়েছেন বার বার তারা জীবিকায় পরিবর্তন এনে, উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকছেন।

আমরাতো জলবায়ু পরিবর্তনের কথা সবাই শুনি। আমরা কী জানি তার ভয়াবহতা কতটুকু!

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব যেমন বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, সাইক্লোন ইত্যাদির ভয়াবহতা বিবেচনা করে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। গত এক দশকে বৈশ্বিক গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও আবহাওয়াজনিত চরম দুর্যোগের ভয়াবহতা ও পৌনঃপুনিকতা বেড়েছে।

বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা এবং জমি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধিকে প্রধান বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা, নোয়াখালী ও ভোলায় জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলছে। ঘন ঘন দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে জেলাগুলো। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেষে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে। পানির লবণাক্ততায় উপকূলের অনেক এলাকা আক্রান্ত। ফসল হচ্ছে না।

মানুষ চর্মরোগসহ, গর্ভপাত, উচ্চরক্তচাপের মতো ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

খরা, সময়মত বৃষ্টি না হওয়া, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, নদীভাঙন ইত্যাদি কারণে ফসল না হওয়া, জীবিকার সংকট ও বাস্তুচ্যুতি মানুষের জীবন ও জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। কারণ নদীভাঙনের ফলে বাস্তুচ্যুতির কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপখাইয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ কমে যায়, শহরে বস্তিতে আশ্রয় নিতে হয় বা চরের জমিতে নতুন করে বসতি শুরু করতে হয়। আবার চরে নতুন বসতি করা মানুষগুলো দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদিকে দুর্যোগের ভয়াবহতা বেশি হয় অপরদিকে জীবিকার সংকটও বেশি থাকে।

হাতিয়ার মানুষের কী অবস্থা! স্থানীয় অভিযোজন কী?

বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়া এই অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক নিয়তি। এই অঞ্চলের মানুষের বসবাস যত পুরনো তার টিকে থাকার যুদ্ধও তত পুরনো। বন্যা, ঘুর্নিঝড়, নদীভাঙনের মতো দুর্যোগ এখানে নিয়মিত এবং স্বাভাবিক ঘটনা। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য এর সাথে যুক্ত হয়ে খরা ও সময়মত বৃষ্টি না হওয়া । ফলে প্রাকৃতিকভাবে চাষাবাদ বা অন্যান্য কৃষিনির্ভর জীবিকা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ফলে মানুষকে পরিবর্তন ও রুপান্তরের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

টিকে থাকার যুদ্ধ বা মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে অভিযোজন। বিরুপ আবহাওয়া, দুর্যোগের সাথে আবহমান কাল ধরেই হাতিয়া দ্বীপের মানুষের যুদ্ধ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই দুর্যোগ ও নদীভাঙনের পৌনুঃপুনিকতা বেড়েছে। জনসংখ্যা বেড়েছে। জীবনের চাহিদা বেড়েছে । ফলে স্থানীয় মানুষকে তার উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে। এই টিকে থাকার নতুন নতুন কৌশলই সাধারণভাবে অভিযোজন।

আভিধানিকভাবে, স্থানীয় মানুষ, স্থানীয় মানুষকে নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান, ছোট পুজিঁর ব্যবসায়ী, স্থানীয় সরকার, ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবিত করে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সবাইকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে যদি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখার পরিকল্পনা করা হয় তখন তাকে লোকালি লেড এডাপটেশন বা স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বলা যায়।

এ পরিকল্পনার দর্শন হচ্ছে, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করা, শক্তিশালী সমাজ এবং পরিবেশ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল দেশ গড়ে তোলা। স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় স্থানীয় মানুষ ঠিক করেন কী করা হবে? কারা করবে? কীভাবে করবে? অর্থাৎ পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বিবেচনায় নেয়া হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এমনকি এ পরিকল্পনায় নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী বা অন্যরকমভাবে সক্ষম ও ছোট জাতিসত্বার মানুষের প্রয়োজনকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এখনও এই পরিকল্পনার সাথে অর্থায়নের একটা গ্যাপ রয়ে গেছে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালি জেলার তিনটি ইউনিয়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে । এমনই একটি সমৃদ্ধি বাড়ি নোয়াখালী জেলার কবীর হাট উপজেলার নাছিমা বেগমের। নাসিমা বেগম (৫৫) বলছিলেন, বর্ষায় বাড়ির চারপাশে পানি উঠে যায়, এখন জমিতে পাতাজাতীয় সবজি চাষ করা যায় না। তাই লেবু গাছ লাগিয়েছি, লেবু গাছ পানিতে কয়েকদিন টিকে থাকতে পারে। ফলনও ভালো। শুধু লেবু বিক্রি করেই মাসে ৭/৮ হাজার টাকা আয় করতে পারি।

হাতিয়ার কৃষক গোলাম কিবরিয়া বলেন, হাতিয়াতে একসময় দুটো ধান হতো আউস ধান ও রাজাশাইল। আউশ ধান বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে রোপন করা হতো ও রাজাশাইল আষাঢ় শ্রাবণে। কিন্তু এখন সময়মতো বৃষ্টি না হওয়া, লবণাক্ততা ও নদীভাঙনের কারণে চাষের জমি কমে যাওয়ার কারণে মানুষ ধানচাষের পরিবর্তে লবণ ও খরা সহিষ্ণু তরমুজ, বাদাম, শিম, বড়ই চাষের দিকে ঝুঁকছে। তিনি আরও বলেন, আমার জমিতে আমি একসময় মরিচ, টমেটো চাষ করতাম কিন্তু লবণাক্ততার কারণে মরিচ ও টমেটো গাছ মরে যাচ্ছে ফলে আলু ও লালশাক চাষ করছি। এগুলো লবণাক্ত জমিতে হয় ও ফসল তুলতে কম সময় লাগে। স্থানীয় কৃষকরা লবণাক্ত জমিতে লবণের প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য গোবর ও চুন ব্যবহার করছেন।

এছাড়া গবাদি প্রাণি পালনেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে । খরা সহিষ্ণু ও পানি কম লাগে এমন প্রজাতির গরু, মহিষ, ভেড়া, হাঁস মুরগী পালন শুরু হয়েছে এ অঞ্চলে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কী করছে?

হাতিয়া দ্বীপের চারপাশে মেঘনা নদী। চারপাশ দিয়ে প্রতিনিয়ত ভাঙছে। মানুষ বাস্তুভিটা, ফসলী জমি হারাচ্ছে। হাতিয়ার কোনো কোনো মানুষ তিন থেকে পাঁচবার নদী ভাঙনের শিকার হয়েছেন। সংস্থা এই মানুষগুলোকে খাসজমি বন্দোবস্ত পেতে সহায়তাসহ মাঠের বাস্তবতার আলোকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে অন্তর্ভূক্ত করা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।

সম্প্রতি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপন্ন মানুষের জন্য পিকেএসএফ এর সহযোগি সংস্থা হিসেবে সমাজে মানুষের মানব মর্যাদায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, কমিউনিটিভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন, উপুনবার্সন ও পরিবারের আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচিসহ বিভিন্ন

ইস্যুতে কাজ করছে। এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এই কথাটিকে কাজে পরিণত করার জন্য কাজ করছে এ সংস্থা।

সরকার কী করছে?

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১০ শতাংশ জমি ডুবে যাবে। ফলে বাংলাদেশকে স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনার দিকে নজর দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমস্ত বৈশ্বিক ফোরামে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার কথা তুলে ধরেছেন। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে ।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতাকে কমিয়ে এনে অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বা ন্যাশনাল এ্যাডাপটেশন প্লান তৈরি করেছে। ন্যাশনাল এডাপটেশন প্লান বা ন্যাপ এখন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে।

বিগত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ গ্লোবাল এ্যাডাপটেশন সেন্টার এর আঞ্চলিক হাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। এই হাব স্থানীয় অভিযোজন প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়ন করতে ও সচল রাখতে সকল কারগরী ও দিকনির্দেশনামূলক সহায়তা দেবে। বাংলাদেশ সরকার এই বৈশ্বিক উদ্যোগের কৌশলগত অংশীদার হবে এবং বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রনালয় স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে এই কর্মকান্ড সমন্বয় করবে।

বাংলাদেশ সরকার এখন মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ থেকে ৭ শতাংশ জলবায়ু অভিযোজনে ব্যয় করে। ন্যাপ (জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা) ডেল্টা প্লান ২১০০ এবং মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা একসাথে কাজ করবে।

২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ১৫ তম সম্মেলনের পর বাংলাদেশ নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে ২০০৯ সালে একটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল গঠন করেছে। এই তহবিলের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন উভয়ক্ষেত্রেই এ পর্যন্ত ৮০০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সম্ভাব্য নাজুক পরিস্থিতি সামাল দিতে দুর্যোগে গতানুগতিক জরুরি 'সাড়া ও ত্রাণভিত্তিক' কার্যক্রম থেকে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে আরও সমন্বিত ও টেকসই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই পরিবেশের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ পূর্বাভাস ও প্রস্তুতির দিক দিয়ে অনেক কারিগরী দক্ষতা অর্জন করেছে।

আমরা কী করতে পারি?

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর বিপন্নতা বাড়লেও আমাদের নিজেদের দায়িত্বও কম নয়। ভয়াবহ প্লাস্টিকের ব্যবহার, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও বন ধ্বংস করে আমরা এই বিপন্নতাকে তরান্বিত করছি। আমরা এমন একটা জীবন যাপন পদ্ধতি ও পরিবেশ তৈরি করছি যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। পরিবেশে বিধ্বংসী প্রক্রিয়া বা উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জনও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের পরিবেশ কে বাঁচিয়ে জীবন যাপন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে হবে। আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, অবকাঠামো উন্নয়নে পরিবেশকে বিবেচনায় নিতে হবে।

আমাদের সকলকে অবশ্যই বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লবপূর্ব সময় থেকে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করতে হবে। ক্রমবর্ধমান অভিযোজন চাহিদা সমাধানের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক কার্বন নির্গমণ হ্রাসের তাগিদ দিয়ে যেতে হবে। উন্নত দেশগুলোকে কার্বন ইমিশন কমাতে হবে। জলবায়ুরক্ষায় অর্থায়নে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। কারণ একটাই পৃথিবী। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে।

সাফল্যের গল্প

'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' আফরোজা বেগমও উন্নয়নের অংশীদার

ফিরিয়ে দেবার আগে, একবার ভিক্ষুকের চোখ দেখবে না? একবার সত্যি সত্যি জানবে না, ভিক্ষার আড়ালে ভিক্ষুক আসলে কি চায়? তোমার পাশে কোনোদিন বসেছে ভিক্ষুক? তুমি বসেছ, তার পাশে? (টোকন ঠাকুর)।

আফরোজা বেগমের নাতনী আঞ্জুমান আরা। এখন স্কুলে যায়। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে সে। আফরোজা বেগমের চোখে হাসি, বেঁচে থাকার আনন্দ আর স্বপ্নের ঝিলিক। মাত্র কয়েক বছরে আগেও ভিক্ষাবৃত্তির জীবন ছিলো তার। আজ আফরোজা বেগমের উঠোনে হাঁস-মুরগী, কবুতর, গরু-ছাগল আর ঔষধী গাছ ও শাক-সবজির ছোট বাগান। ঘরের পাশে গোয়ালঘর। সবকিছু মিলে সুখী, সমৃদ্ধ জীবনের ছবি। মাসিক আয় ৪ হাজার টাকার মতো। আফরোজা বেগমের লাল টুকটুকে পান খাওয়া ঠোঁটে সুখে থাকার হাসি।

আফরোজা বেগম (৫৫)। নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মুক্তিযোদ্ধা গ্রামে তার বসবাস। নাতনী আঞ্জুমান আরা ছাড়া কেউ নেই। একটি মাত্র মেয়ে সন্তান জন্মদিয়েই মারা যায়। হাতিয়া দ্বীপের মেঘনা নদীর পাড়ে বসতভিটা ছিলো তার। নদীভাঙনের শিকার হয়ে আফরোজা বেগম একমাত্র নাতনীকে নিয়ে নিঝুম দ্বীপে খাসজমিতে বসতি গড়েন। শুরু করেন ভিক্ষাবৃত্তির জীবন। নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়নে পলী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ২০১৭ সাল থেকে সমৃদ্ধি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থার সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যমী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন আফরোজা বেগম। তারপর শুরু হয় তার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। উল্লেখ্য, নিঝুম দ্বীপে ১৯৯১ সাল থেকে খাসজমি বন্দোবস্ত পেতে

আফরোজা বেগমের নাতনী আঞ্জুমান আরা

সহায়তাসহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা। ভিক্ষার আড়ালে ভিক্ষুক আসলে বেঁচে থাকতে চায়। মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। দেশের উন্নয়নের অংশীদার তারাও। আফরোজা বেগমের চোখদুটো সেই কথাই বলে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ও নানান আয়োজনে বিজয় দিবস পালিত

সারাদেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হলো বিজয়ের ৫১ বছর। ১৯৭১ সালের এই দিনে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। বাঙালির আত্মনিবেদন ও ত্যাগের এ গৌরবগাঁথা যুগের পর যুগ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে জাতি।

দিবসটি পালন উপলক্ষে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার, প্রমিন্যান্ট হাউজিং প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা, কবিতা পাঠের আসর, সংগীতানুষ্ঠান, শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা এবং ২০২২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বিজয় আমাদের গৌরবের অর্জন। এই অর্জনকে ধরে রাখা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। তাই আমরা যদি আমাদের অর্জিত এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে পারি তাহলে বিজয় দিবসের আনন্দ অর্থবহ হবে। অনুষ্ঠানে জাতির অনেক বীর সন্তানেরাও উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বিজয় দিবস উপলক্ষে সংস্থার হাতিয়ায় ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে এবং চানন্দী, ধানসিঁড়ি ও নিঝুমদ্বীপে বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । রেডিও সাগরদ্বীপ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ উদ্দীপন কনভেনশন হল, ঢাকা-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপ্রধান ছিলেন জনাব এ, এইচ, এম বজলুর রহমান, সভাপতি, কার্যকরী কমিটি। সভাপতি তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কার্য প্রতিবেদন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরনী অনুমোদিত হয়। একই সাথে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ও কৌশলগত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। ডেলিগেটগন তাদের বক্তব্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে সংস্থার কর্মী, সদস্য ও স্থানীয় যুব সমাজকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে গড়ে তোলা, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা, ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্ম এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সহায়তা প্রদানসহ উদ্ভাবনী কর্মকান্ডে সংস্থার সম্পৃক্ত হওয়ার প্রস্তাব রাখেন।

অনুষ্ঠানে সংস্থার বিজ্ঞ উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যগণ, কার্যকরী ও সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসে যোগদান করেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস-এর সাধারণ সম্পাদক সম্মানিত অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রানবন্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে ৩৮ তম বার্ষিক সাধারন সভা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সম্পন্ন হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস-এর সাধারণ সম্পাদক সম্মানিত অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রেডিও সাগরদ্বীপ ২ ঘন্টার বৈকালিক অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে রেডিও সাগরদ্বীপ বিকেলের হাতিয়া শিরোনাম ২ ঘন্টার বৈকালিক অধিবেশন সম্প্রচার শুরু করেছে। স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে এমন বয়সী কিশোর-কিশোরীদের তাদের বিনোদন ও দক্ষতা উন্নয়নকে ও অনুপ্রেরণাকে সামনে রেখে এই সময়ের অনুষ্ঠানগুলোকে সাজানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে বিদেশী ভাষার গান, ইংরেজী শিক্ষার আসর ও কিশোর-কিশোরীদের সফলতার গল্প। প্রচারের সময় বিকেল ৫ থেকে ৭টা ।

হাতিয়া দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের কিশোর-কিশোরীদের কাছে ইংরেজী শেখার সুযোগকে সহজলভ্য করা, জড়তা কাটানোর জন্য রেডিও সাগরদ্বীপ এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বিদেশী ভাষার গান, মা ও শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে এ অধিবেশনে।

সম্পাদনা পর্ষদ :
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম
মোঃ হুমায়ুন কবির সিকদার, অন্তরা তালুকদার

নির্বাহী সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
সহযোগিতা : গোলাম কিবরিয়া স্বপন, তাছনিম বিনতে মুখলিছ, সাজনীন সিফাত

প্রকাশনায় : দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা,
প্রধান কার্যালয় : ২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ই-মেইল : dus.eddus@gmail.com , dusdhaka@gmail.com
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৮১১০৩৬২

আঞ্চলিক কার্যালয় : শান্তি নিবাস, দেলোয়ার কমিশনার রোড, সোনাপুর, সদর নোয়াখালী
ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬৩২৩৫
ফাউন্ডেশন অফিস : ছৈয়দিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী।
মোবাইল : ০১৭১২৭০৮০৮৫

অসহায় শীতার্ত মানুষের পাশে দাড়াঁন, রেডিও সাগরদ্বীপ শুনুন